ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৪/০৫/২০১৮ ।।

বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে বই বড় মাধ্যম ঃ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী

কুমারঘাট, ০৪ মে।। কুমারঘাট পি ডব্লিউ ডি মাঠে গতকাল থেকে পাঁচ দিনব্যাপী ২০তম মহকুমা ভিত্তিক বইমেলা শুরু হয়েছে। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। তিনি এর উদ্বোধন করে বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জ্ঞানের আলো প্রসারের জন্য বইমেলার আয়োজন করে চলেছে। তিনি বলেন, বই হচ্ছে জ্ঞানের উৎস। বিভিন্ন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের যোগসূত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে বই হচ্ছে একটা বড় মাধ্যম। তাই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বই পড়ার দিকে বেশী করে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন, যে কোন সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বই এর বিশেষ অবদান রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, বই পড়ার ক্ষেত্রে মানুষের আগ্রহ আরও বেশী সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় বইমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. ভাস্কর ভট্টাচার্য এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অরুণোদয় সাহা, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী অনিমেশ সিনহা, তরুণ সাহা, পবিত্র মালাকার প্রমুখ।

পাঁচ দিনব্যাপী বইমেলা ৭ মে পর্যন্ত চলবে। এতে ৩২টি ষ্টল খোলা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কন্যা শিশু সুরক্ষা ও হাসপাতালে প্রসবের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা সভা

আগরতলা, ৪ মে।। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অর্থানুকুল্যে ও ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে ২৭শে এপ্রিল মুঙ্গিয়াকামী আর ডি ব্লকের বি এ সি হলে কন্যা শিশু সুরক্ষা ও হাসপাতালে প্রসবের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের সদস্যা নিয়তী রায় বর্মণ, খোয়াই জেলার সি ডি পি ও সাবিত্রী দেববর্মা প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মনিকা দত্ত রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বি ডি ও শিশিরেন্দ্র দেববর্মা এবং তেলিয়ামুড়া প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুভাষ দেবনাথ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বিধায়ক ডাঃ অতুল দেববর্মা তার ভাষণে কন্যা শিশু সুরক্ষার বিষয়ে জাতীয় প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। গর্ভবতী মায়েদের হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার কথা উল্লেখ করেন এবং এর সুযোগ গর্ভবতী মায়েদের নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহিলা কমিশনের সদস্যা নিয়তী রায় বর্মণ।

খোয়াই জেলার সি ডি পি ও সাবিত্রী দেববর্মা তাঁর ভাষণে কন্যা শিশু সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে যে সব আর্থিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে সে সব খোঁজ খবর করে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, মা ও শিশুর জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে হাসপাতালে প্রসব করানো জরুরী। গর্ভবতী মায়েরা আশা কর্মীর সাথে ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে যোগাযোগ অবশ্যই করবেন।

তেলিয়ামুড়া প্রজেক্টের সি ডি পি ও সুভাষ দেবনাথ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারি সুযোগগুলো গ্রামের মানুষ সচেতনতার অভাবে নিতে পারেন না।

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মনিকা দত্ত রায় কন্যা সন্তানদের সুরক্ষা দেবার আহ্বান জানান। তিনি বলেন লোক গণনায় দেখা যায় কন্যা শিশুর সংখ্যা সমগ্র ভারতবর্ষে কম। ভারতে প্রতি হাজারে ৯১৪ এবং ত্রিপুরায় তা ৯৫৩ জন। এই গড় সমান সমান হওয়া জরুরী-নতুবা সমাজের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। শেষে আলোচনার উপর ভিত্তি করে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে প্রতিযোগিরা পুরস্কার গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বিশালগড়ে ৮৪ পরিবারকে ঘর

বিশালগড়, ০৪ মে।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও এ ডি সি ভিলেজের ৮৪ টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলছে। এই কর্মসূচীতে আমতলি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি, আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭টি, বংশীবাড়ী এ ডি সি ভিলেজে ৫টি, বাঁশতলী এ ডি সি ভিলেজে ৩টি, বড়জলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ১টি, বাথানমুড়া এ ডি সি ভিলেজে ৪টি, বিশ্রামগঞ্জ পঞ্চায়েতে ৭টি, চেলিখলা এ ডি সি ভিলেজে ২টি, চেসরিমাই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১টি, দক্ষিণ চড়িলাম পঞ্চায়েতে ৮টি, ধারিয়াথল এ ডি সি ভিলেজে ৫টি, লালসিংমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭টি, মধ্য ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮টি, পদ্মনগর এ ডি সি ভিলেজে ৩টি, রামছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি, রংমালা এ ডি সি ভিলেজে ৬টি, সুতারমুড়া এ ডি সি ভিলেজে ৬টি, উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি এবং উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭টি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৯১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।

বিশালগড়ে ৯টি স্থানে ১০ মে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা শিবির

বিশালগড়, ০৪ মে।। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস উপলক্ষ্যে বিশালগড় ও চড়িলাম ব্লক এলাকার নয়টি স্থানে আগামী ১০ মে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা শিবির করা হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী ঐদিন চড়িলাম ব্লকের কড়ইমুড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, উত্তর চড়িলাম অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, গোলক কোবরা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও রামছড়া

৪ নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এবং বিশালগড় ব্লকের দক্ষিণ গজারিয়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, উত্তর ঘনিয়ামারা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র ও ধ্বজনগর কনভার্ট অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে।

কুমারঘাটে ৩৩৩৯টি পরিবারের শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ

কৈলাসহর, ০৪ মে।। স্বচ্ছ ভারত মিশনে কুমারঘাট মহকুমায় ৪৯৭১টি পরিবারকে আই এইচ এইচ লেট্রিন প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে কুমারঘাট ব্লকে ২২৯৩ পরিবার ও পেঁচারথল ব্লকে ২৬৭৮ পরিবার রয়েছে। এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত কুমারঘাট ব্লকে ১৫৫৪টি লেট্রিন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে ও ৩৯৮টি লেট্রিনের কাজ চলছে। অনুরূপভাবে পেঁচারথল ব্লকেও ১৭৮৫টি লেট্রিন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। ২৬১টি লেট্রিন নির্মাণের কাজ চলছে। সব মিলিয়ে ব্লকে ৩৩৩৯টি পরিবারের শৌচালয় নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

রাজনগরে সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু

উদয়পুর, ০৪ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং রাজনগর হাই স্কুলের ব্যবস্থাপনায় রাজর্ষি উৎসবকে কেন্দ্র করে গতকাল থেকে রাজনগর হাই স্কুলে ৭ দিনের সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুরু হয়েছে। কর্মশালায় ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী সহ স্থানীয় শিল্পীরাও অংশ নিয়েছে। কর্মশালায় রবীন্দ্র নৃত্য, রবীন্দ্র সংগীত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্যের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। কর্মশালায় রাজনগর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ এলাকার অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পীরা আগামী ৯মে রাজর্ষি উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে।

অমরপুরে ৫মে থেকে স্বাস্থ্য শিবির

উদয়পুর, ০৪ মে।। অমরপুর হাসপাতালের উদ্যোগে আগামী ৫মে থেকে অমরপুরের বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচী অনুযায়ী আগামীকাল শিবির হবে রাজকাং ভিলেজের চন্দ্রজয় পাড়াতে। ৭মে পূর্ব সর্বং ভিলেজের খাইরাই পাড়াতে, ৮মে গোংগাই ভিলেজের থমপিরাই পাড়াতে, ১১মে গোংগাই ভিলেজের বীরমনি পাড়াতে, ১২মে পূর্ব দুলুমা ভিলেজের দলসিং পাড়াতে, ১৪মে পশ্চিম দুলুমা ভিলেজের হাপাই বাড়ীতে, ১৫মে মালবাসা ভিলেজের শম্ভুজয় পাড়াতে ও কলামতিতে। ১৮মে শিবির হবে পাহাড়পুর ভিলেজের পইশুহা পাড়াতে। স্বাস্থ্য শিবিরগুলির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আমবাসায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

আমবাসা, ০৪ মে।। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ধলাই জেলা সদর আমবাসায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫৮তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩মে ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ে বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক রিপন চাকমার উপস্থিতিতে এক প্রস্তুতি সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক উত্তম দেবনাথ সহ দপ্তরের অনান্য আধিকারিকগণ। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৯মে প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। প্রভাত ফেরীর পর সকাল ৬টায় রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হবে কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬টায় কুলাই বাজারে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে অনুষ্ঠিত হবে ব্লকভিত্তিক কবি প্রণাম অনুষ্ঠান।

৫ মে কৈলাসহরে উপজাতি যাত্রী নিবাসের উদ্বোধন

কৈলাসহর, ০৩ মে।। আগামী ৫ মে কৈলাসহরে নবনির্মিত উপজাতি যাত্রী নিবাসের দ্বারোদঘাটন হতে যাচ্ছে। ঐদিন বিকাল ৩ টায় যাত্রী-নিবাসের উদ্বোধন করবেন উপজাতি কল্যাণ ও বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, বিধায়ক মবস্বর আলী ও সমাজসেবী নীতিশ দে, বিশেষ অতিথি হিসাবে জেলাশাসক ড: সন্দীপ আর রাঠোড় প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সমাজসেবী রঞ্জন সিংহ।

আগরতলায় ৯ -১১ মে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান

আগরতলা, ০৩ মে।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারেও আগামী ৯মে (২৫শে বৈশাখ) যথাযোগ্য মর্যাদায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য ভিত্তিক রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে ৩ দিনব্যাপী সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। ৯ -১১মে আয়োজিত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত শিল্পীরা রবীন্দ্র সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করবেন। এছাড়া, প্রতিদিনই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ক আলোচনার আসরও থাকবে। অন্যদিকে, ঐদিন প্রভাতে রবীন্দ্র কাননে আয়োজিত হবে প্রভাতী অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীরা রবীন্দ্র সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করবে। আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিপুল কুমার দেববর্মা, সহ-অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা সহ প্রস্তুতি কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ। সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয়, এদিন রাজ্য ভিত্তিকের পাশাপাশি সারা রাজ্যের মহকুমা এবং ব্লক স্তরেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে।

গৌরনগরে কিষাণ কল্যাণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কৈলাসহর, ০৩ মে।। গতকাল গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অঙ্গ হিসাবে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি হলে কিষাণ কল্যাণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় কৃষক, মৎস্যজীবি, প্রাণী পালক, ফলচাষী মিলিয়ে ২১০ জন অংশ নেন। কর্মশালার উদ্বোধন করে বিধায়ক মবস্বর আলী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে নানা দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার জন্য সবার প্রতি আহবান জানান। তিনি সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিন্‌হা। এই অনুষ্ঠানে ব্লকের চারজন কৃষককে তাঁদের কাজের নিরিখে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃত হন কৃষিতে গোলধারপুর পঞ্চায়েতের রাজকুমার সিন্‌হা, ফলচাষে ঊনকোটি এডিসি ভিলেজের মৃগরাম রিয়াং, মৎস্যচাষে খাওড়াবিল পঞ্চায়েতের আব্দুল মালিক ও প্রাণীপালনে যুবরাজনগর পঞ্চায়েতের গোপাল ধর। সেই সঙ্গে কিষাণ কল্যাণ দিবসের অঙ্গ হিসাবে ব্লক প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী ষ্টল খোলা হয়। প্রদর্শনীতে অংশ নেয় কৃষি, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, মৎস্য ও জল সম্পদ দপ্তর সহ গৌরনগর ব্লক। এছাড়া, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের রোজগার দ্বিগুণ করার বিষয়ে আলোচনা করেন কৃষি আধিকারিক বিজন শর্মা। প্রাণী পালন বিষয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব সিন্‌হা, মৎস্যচাষ বিষয়ে মৎস্য আধিকারিক অঞ্জন দাস ও ফসল বিমা সহ কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের বিষয়ে নাবার্ডের জেলা উন্নয়ন ম্যানেজার তিমির বরণ দাস আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি রঞ্জিত কুমার নাথ, গৌরনগর ব্লকের বিডিও বিনয় ভূষণ দাস সহ বিভিন্ন দপ্তর ও ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাগণ।

কিল্লায় স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচি

উদয়পুর, ০৩ মে।। কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চলতি মাসে কিল্লা এলাকায় বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হবে। এই কর্মসূচিতে ৪মে শিবির হবে দার্জিলিং ভিলেজের খুম বাড়ীতে, উত্তর বড়মুড়া ভিলেজের ছোট গোংরাই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ও দক্ষিণ বড়মুড়া ভিলেজের পুস্কিনিতে। ৮মে উত্তর বড়মুড়া ভিলেজের আগাড়াইমারোয়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১২মে মইথুলুং ভিলেজের কোরাই বাড়ীতে, ১৪ মে দার্জিলিং ভিলেজের অমলক বাড়ীতে, ১৭ মে দেওয়ান বাড়ী ভিলেজের রথুয়া ছড়ায়, উত্তর বড়মুড়া ভিলেজের লাইলাক বাড়ী-২নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ১৮ মে দক্ষিণ বড়মুড়া ভিলেজের ডাকবাড়ী, দার্জিলিং ভিলেজের থুমবাড়ীতে, ১৯ মে মইথুলিং ভিলেজের পদরাম বাড়ীতে, ২২ মে দক্ষিণ ব্রজেন্দ্র নগর ভিলেজের পবিত্র রাম ২নং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এবং ২৮ মে শিবির হবে দার্জিলিং ভিলেজের দার্জিলিং বাড়ীতে।

বিশালগড়ে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ০৩ মে।। যথাযোগ্য মর্যাদায় আগামী ৯ মে বিশালগড়ে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের জন্য গতকাল বিশালগড় পুর পরিষদের কার্যালয়ের সভাগৃহে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এই উপলক্ষ্যে বিশালগড় পুর পরিষদ এবং আর্ট সোসাইটির সহযোগিতায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কবির জন্মদিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। প্রভাতফেরীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। নারী মঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে ভোর ৫টায় প্রভাত ফেরী শুরু হবে এবং বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এসে মিলিত হবে। সেখানে প্রভাতী অনুষ্ঠানে কবির মূর্ত্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হবে। সকাল ৯টায় আর্ট সোসাইটির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এছাড়া, অফিসটিলা এবং মোটর ষ্ট্যান্ডেও রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হবে।

কবি প্রণাম উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় শুভদীপ হলে আয়োজিত হবে মূল অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীগণ ছাড়াও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের শিল্পীগণ অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য পরিবেশন করবেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী রাম নারায়ণ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গতকালের প্রস্তুতি সভা থেকে অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীন সফল করতে অঞ্জন পুরকায়স্থকে চেয়ারম্যান করে প্রস্তুতি কমিটি এবং ৬ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

৯মে থেকে উদয়পুরে তিন দিন ব্যাপী রাজর্ষি উৎসব

উদয়পুর, ০৩ মে।। আগামী ৯মে থেকে উদয়পুরে ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে তিন দিন ব্যাপী রাজর্ষি উৎসব শুরু হচ্ছে। আজ রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার সভাপতিত্বে রাজর্ষি উৎসব পরিচালন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উৎসব কমিটির সভাপতি শীতল চন্দ্র মজুমদার, মহকুমা শাসক সুভাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস, রাজনগর পঞ্চায়েত প্রধান, বিভিন্ন উপ-কমিটির চেয়ারম্যানগণ ও মেলার সাথে যুক্ত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, অন্যান্যবারের মতো এবারও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাচক্র, বৃক্ষ রোপণ, স্বাস্থ্য শিবির, গ্রামীণ ক্রীড়া, শিশু ক্রীড়া, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এছাড়া, ২ জনকে রাজর্ষি সম্মাননা প্রদান করা হবে।

৯মে সন্ধ্যায় উৎসব ও মেলার উদ্বোধন হবে রাজর্ষি মুক্তমঞ্চে। ঐ দিন সকাল ৭টায় ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ৫টি বিভাগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। রাজর্ষি উৎসব উপলক্ষ্যে মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্য ও বহি:রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন। এই উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হবে। থাকবে বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী মন্ডপ। এছাড়া, কবিগুরুর জন্মদিনে ৯মে সকাল ৭টায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উদয়পুর টাউনহল থেকে শোভাযাত্রা করে ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে এসে মিলিত হবেন। অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীন সফল করে তুলতে সভায় সকলের সহযোগিতা কামনা করে আলোচনা করেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া।

বকাফা ব্লক এলাকায় প্রশাসনিক শিবিরের কর্মসূচি

শান্তিরবাজার, ০৩ মে।। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামীকাল বকাফা ব্লকের লাউগাংসম এ ডি সি ভিলেজের গোবিনবাড়ী এস বি স্কুল এবং ১১মে সালথাং মনু এ ডি সি ভিলেজের চন্দ্রনাথ

চৌধুরী পাড়া হাই স্কুলে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবির শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে এই দুঞ্চটি শিবিরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ই-পঞ্চায়েতের উৎকর্ষতম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা দ্বিতীয় পুরস্কারে ভূষিত

আগরতলা,২৭ এপ্রিল।। পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২৪ এপ্রিল, ২০১৮ রাজ্যের বিভিন্ন পঞ্চায়েত সংস্থাকে মধ্যপ্রদেশের মেন্ডলাতে অনুষ্ঠিত জাতীয় পঞ্চায়েতীরাজ দিবস - ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি, কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতীরাজ রাজ্যমন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের উপস্থিতিতে পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্যের পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থায় ই-পঞ্চায়েতের উৎকর্ষতম কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় স্তরে II(A) বিভাগে রাজ্যকে দ্বিতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির হাত থেকে রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা পঞ্চায়েতীরাজ মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ই-পঞ্চায়েত পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়াও, পুরস্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত শক্তিকরণ পুরস্কার হিসেবে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতিকে এবং ঊনকোটি জেলার চন্ডীপুর ব্লকের বীরচন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত সংস্থার আধিকারিকদের হাতে সুদৃশ্য মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। জাতীয় পঞ্চায়েতীরাজ দিবসে এদিন নানাজী দেশমুখ রাষ্ট্রীয় গৌরব গ্রাম সভা পুরস্কার হিসেবে খোয়াই জেলার খোয়াই ব্লকের ধলাবিল গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয় এবং নির্বাচিত সংস্থার আধিকারিকদের হাতে সুদৃশ্য মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত দপ্তর এক উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ ভবিষ্যৎ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাসী এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পুরস্কার এবং প্রশংসা প্রাপ্তিতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত

ধর্মনগর, ২৭ এপ্রিল।। সারা রাজ্যের সাথে গতকাল উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সদর ধর্মনগর শহরের রানা প্লাজা মার্কেটে এবং পরিবহণ দপ্তরের জেলা কার্যালয়ে এই বিষয়ে মহড়া প্রদর্শিত হয়। বিশেষ করে ভূমি কম্পনের সময় দুর্গতদের উদ্ধার, ত্রাণ কার্য, আহতদের চিকিৎসা, ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থাপনা সহ অন্যান্য যাবতীয় করণীয় বিষয়ে মহড়া দেয়া হয়।

উল্লিখিত দুঞ্চটি স্থানের মহড়ায় এন ডি আর এস-এর একটি, আসাম রাইফেলস্-এর একটি, ত্রিপুরা পুলিশ ও টি এস আর-এর একটি করে টিম অংশ গ্রহণ করে। ধর্মনগর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। এছাড়া, বি বি আই প্রাঙ্গণে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ক্যুইক রেসপন্স টিম পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডি সি এম সুদীপ্ত বিশ্বাস সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

সিপাহীজলা জেলায় দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত

বিশ্রামগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল।। সারা রাজ্যের সাথে সিপাহীজলা জেলায়ও ভূকম্পনের ফলে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় গতকাল মেগা মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ভূকম্পনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে, জীবন রক্ষার্থে করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে জেলার অধীন বিশালগড় মহকুমা এলাকার পাঁচটি স্থানেও এক যোগে গতকাল এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও মহকুমা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই মহড়াগুলি অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় মহকুমার বিশালগড় হাসপাতাল, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি কার্যালয় প্রাঙ্গণ, বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, গকুলনগরস্থিত টি এস আর-এর প্রথম ব্যাটেলিয়নের কোয়ার্টার কমপ্লেক্স এবং মধুপুর বাজারে। এই মহড়া পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণের জন্য বিশালগড় মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে একটি কন্ট্রোল রুম এবং জাঙ্গালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে স্টেজিং এড়িয়া খোলা হয়। অগ্নি নির্বাপন, স্বাস্থ্য, পূর্ত, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি, টি এস ই সি এল, আরক্ষা ইত্যাদি দপ্তরের কর্মীগণ মহড়ায় অংশ নেন। জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মানিকলাল দাস, মহকুমা শাসক সুধাকর ভি সিন্ধে সমস্ত বিষয়টি পরিচালনা করেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চলাচলের উপর বিধি নিষেধ আরোপ

আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। জনজীবনের সুস্থিতি, সম্পত্তি রক্ষা ও জীবন সুরক্ষার জন্য সিপাহীজলার জেলা শাসক পি কে চক্রবর্তী সি আর পি সি ১৯৭৩ এর ১৪৪ ধারা অনুযায়ী জেলার ইন্দো-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় চলাচলের উপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশে জেলার সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকায় ৫০০ মিটারের মধ্যে জনসাধারণের চলাচলের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

আদেশে আরও বলা হয়েছে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত সেনাবাহিনী/আধাসামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের কর্মীদের চলাচলে, সিপাহীজলা জেলার পুলিশ সুপার, সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরি কাজে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী, রোগীদের চিকিৎসার কারণে উক্ত সময়ে চলাচলের ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকর হবে না। কোন ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করলে ভারতীয় দন্ড বিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। এই আদেশ আগামী ১ মে, ২০১৮ থেকে কার্যকর হবে এবং আগামী ৩১ জুলাই, ২০১৮ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঃ খোয়াইতে মহড়া অনুষ্ঠিত

খোয়াই, ২৬ এপ্রিল।। ভূমিকম্প সহ আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়ে আজ সকালে খোয়াইতেও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ার আয়োজন করা হয় খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, জেলা হাসপাতাল, দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজ, চেবরী পঞ্চায়েত, চেবরী, তুলাশিখর এবং পদ্মবিল বাজারে।

মহড়ায় জেলা হাসপাতালে অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র, সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে অস্থায়ী শিবির, জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম, চেবরী ব্যাঙ্কের কাছে অস্থায়ী প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। এই মহড়ায় পুলিশ, টি এস আর, বি এস এফ, অগ্নি নির্বাপক সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী আধিকারিকরা অংশ নেন। ভূমিকম্প হলে কিভাবে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ করতে হবে তা মহড়ায় দেখানো হয়। সাধারণ মানুষও তাতে সামিল হন।